নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আক্টোবর ২০২০

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

“সেপ্টেম্বর হায় একাত্তর/
যশোর রোড যে কত কথা বলে/
এত মরা মুখ আধ মরা পায়ে”...

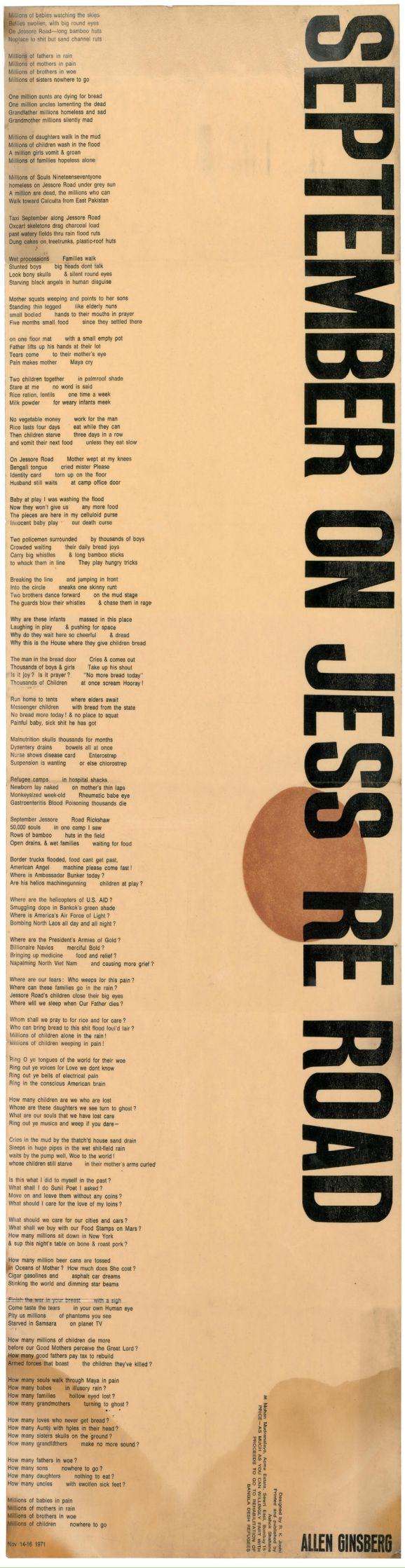

মুক্তিযুদ্ধে মানবিক দুর্গতি ও প্রতিরোধের সাক্ষী যশোর রোড ও অ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনলাইন নিবেদন

সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

মুক্তিযুদ্ধকালে লক্ষ মানুষের শরণার্থী জীবন-বাস্তবতা স্মরণ করে এক ভিন্নমাত্রার অনলাইন উপস্থাপনার আয়োজন করা হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০। তরুণ প্রজন্মের কেউ কেউ হয়তো বিখ্যাত মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কবিতাটি পড়েছেন বা মৌসুমী ভৌমিকের সুরে ও কণ্ঠে এই গান শুনেছেন। কিন্তু এই কবিতার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব অনেকেরই অজানা।

একাত্তরে বাংলাদেশের বুকে সংঘটিত মানবিক বিপর্যয়, দুর্গতি ও প্রতিরোধের সাক্ষী যশোর রোড, ঐতিহাসিক যে সড়ক বেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটেছিল হাজারো মানুষ, সীমান্ত পার হয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেও শেষ পর্যন্ত প্রাণরক্ষা হয়নি অনেকের। একাত্তরের এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর অসহায় মানবেতর জীবন বিশ্বের কাছে মেলে ধরেছিলেন প্রতিবাদী মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ। বিট জেনারেশনের যে কবিদল গড়ে উঠেছিল ষাটের দশকে, গিন্সবার্গ ছিলেন তাঁর পুরোধা ব্যক্তিত্ব। একাত্তরে নেপাল হয়ে তিনি এসেছিলেন কলকাতায়, পূর্ব-পরিচিত বাঙালি কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে যশোর রোড দিয়ে এসেছিলেন সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় এবং লিখেছিলেন এক দীর্ঘ কবিতা, ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’। এই কবিতা সময়ের দাবি যেমন মিটিয়েছিল, তেমনি হয়ে উঠেছিল কালজয়ী। আর তাইতো এ আয়োজনে পাঠ করা হয় মূল ইংরেজি কবিতা ও তার বাংলা ভাষা। একাত্তরের পরবর্তী বালক এবং বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ স্মৃতি রোমন্থন করেন। কথা ও গান নিবেদন করেন, পশ্চিমবাংলার শিল্পী মৌসুমী ভৌমিক। তিনি যশোর রোড প্রসঙ্গে বলেন, ‘যশোর রোড তাহলে কি? আমার মনে হয় যে, এই যে নিরন্তর নিরন্ন মানুষের উন্মুল যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের ঘরের সন্ধান, আশ্রয়ের, নিরাপত্তার ঈশ্বরের সন্ধান, যে ঈশ্বর আসলে মৃত, সেটাই আসলে যশোর রোড। সে জন্য সেই চলাটা নিরন্তর চলতেই থাকে। একাত্তর আসলে তখন একাত্তর নয়, সমস্ত যুদ্ধই তখন একাত্তর যে যুদ্ধ ঘটে গেছে একাত্তরের আগেই এবং যে যুদ্ধ আজও ঘটেনি সবই একাত্তর। আসলে একাত্তর মানে যুদ্ধ নয়, মানুষের মুক্তির লড়াই... এই সেপ্টেম্বর মাসে সে জন্যই এই গানের বারবার করে স্মরণ করা... এই কোভিড নাইন্টিনের সময়, লকডাউনের সময় আমাদের এখানে এবং এপারে এদেশের কত লক্ষ কোটি মানুষ হেঁটে হেঁটে ঘরের দিকে যাবার চেষ্টা করল, কেউ কেউ রাস্তায় পড়ে গেল, আর ফিরতেই পারল না। আপনাদের ওখানেও গামেন্টেস শ্রমিকরা একবার শহরে এল একবার গেল, একই গল্প সবর্ত্র।’ তিনি প্রয়াত চলচিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদকে স্মরণ করেন তার বক্তব্যে। তারেক মাসুদ যখন ‘মুক্তির গান’-এর ধারাবাহিকতায় ‘মুক্তির কথা’ তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন তখন মৌসুমী ভৌমিককে এই গানটি গাইতে উদ্বুদ্ধ করেন। মৌসুমী ভৌমিক বলেন, এই গানটি তাকে একটি নতুন পাসপোর্ট দিয়েছে। এদেশের মানুষের কাছে তিনি আপনজন হয়েছেন এই গানের মধ্য দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ একাত্তরে হেঁটেছেন এই পথে, একজন শিশু শরণার্থী হিসেবে। সেই স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ‘আজকে আমি জানি না সঠিকভাবে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব কি-না। আসলে এই ভিডিও চিত্রে যেসব ছবি দেখানো হয় তা যখনই দেখি তখনই আমার মনে হয় যে, এর মধ্য দিয়ে আমিও হেঁটে যাচ্ছি। হাফপ্যান্ট পরে একটি জামা গায়ে এরকম অনেক কিশোর হেঁটে যাচ্ছে, তার মধ্যে হয়ত আমিও আছি, এটা সব সময় মনে হয়।... শরণার্থী জীবন থেকেও আমাদের যাওয়াটা, যাওয়ার জন্য যে বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে সেটা খুবই কষ্টের মনে হয়।... যাওয়ার পথে আমরা অনেকবার অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়েছি। আমরা একযাত্রায় যেতে পারিনি। দেখা গেছে প্রথম যেদিন আমরা রওয়ানা হই, কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রামে গিয়ে কয়েকদিন থ াকি। তারপর ওখান থেকে নৌকায় রাতের বেলায় লুকিয়ে যাওয়া সেই কপোতাক্ষ নদীর উপর দিয়ে। এমন হয়েছে যে, দুইবার দুই দিন রাতে অনেক দূর নৌকায় গিয়ে আবার খবর পেয়েছি যে সামনে রাজাকার পাহারা দিচ্ছে বা দাঁড়িয়ে আছে। তখন ফিরে আসতে হয়েছে।’ এভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় একাত্তরের যশোর রোডকে মূর্ত করে তোলেন।

আয়োজনে ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ মূল ইংরেজি কবিতাটি আবৃত্তি করেন এ প্রজন্মের আবৃত্তি শিল্পী ফারহানা আহমেদ চৈতি এবং খান মুহাম্মদ ফারাবীর করা বাংলা অনুবাদ আবৃত্তি করেন আশরাফুল হাসান বাবু।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যশোর রোডকে ভিন্ন এক দৃষ্টিতেও তুলে ধরে এ আয়োজনে, এই যশোর রোড যেমন মানব-ট্রাজেডির প্রতীক,

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শান্তি ও সঙ্গীত যখন আমাদের প্রিয় হাতিয়ার : মাকসুদুল হক

আমরা ফেসবুকে লক্ষ্য রাখি কবে কীভাবে কোন দিবসটি পালন বা উদযাপন করা হচ্ছে। অকিঞ্চিৎকর থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব দিবসের খবরই সেখানে থাকে, কিন্তু কোনো কারণে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় প্রতিবছর ২ অক্টোবর উদযাপিত আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবসটি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ২০০৭ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অহিংসা দিবস খুব কম পালিত হয়। যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই দিবস উদযাপনে কনসার্ট আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিল তখন আমি খুব অবাক হয়ে যাই। করোনা মহামারীর কারণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করতে হয় সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিভাবে কনসার্টটি করা যায়। অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ তখন সামনে। আমরা চিন্তা করে দেখলাম কনসার্টটি যদি 'প্রি রেকর্ড' করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার করা যায় তবে সেটি হবে এক দারুণ ব্যাপার।

কনসার্টের ভেন্যু হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামটি বেছে নেয়া হলো, কেননা সেখানে সাউন্ড, লাইট, ক্যামেরাসহ সবধরনের কারিগরি সহায়তা সমন্বয় করার ব্যবস্থা আছে। যেহেতু অডিয়েন্সের প্রবেশাধিকার ছিলো না তাই সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে পালন করা গেছে। খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে এবং কোন বাধা ছাড়াই শিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, মঞ্চ সজ্জা, যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা ক্রু সমন্বয় করা হয়। গিল-স্কট হেরন একবার বলেছিলেন, 'শান্তি মানে যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়, শান্তি মানে সেই সময় যখন আমরা সবাই নিজেদেরকে একে অপরের নিকটে নিয়ে যাব, এবং এমন একটি কাঠামো গড়ে তুলবো যা আমাদের মধ্যে অনন্য।' আমাদের মাঝে শান্তির যে কত অভাব সেটা আমরা একাত্তরের পর কম বুঝিনি। বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা এবং জঙ্গিবাদ প্রায়শই আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির মূলে আঘাত করে। এমনকি ১৯৭১-এ বাংলাদেশকে ভয়াবহ সহিংসতার ভার বইতে হয়েছে এবং আমরা যারা সেই ভয়াবহতার সাক্ষী তারা এখনও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছি।

খুব স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মনে করে যে, কোন ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে অহিংসার চর্চা সবার একটি পবিত্র দায়িত্ব। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয় যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, ইতিহাসের পাঠ যেন আমরা ভুলে না যাই। অপরের প্রতি বিদ্বেষ, সহিংসতা এবং হিংসার জন্ম দেয়। সহিংসতা বা হিংসার প্রকাশকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

ফকির লালন শাহের দুটি আলোড়নমূলক গান দিয়ে কনসার্টটি শুরু হয়। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া থেকে আগত বাউল শাহাবুল গান পরিবেশন করেন। দুইশো বছরেরও আগে থেকে ফকির লালন শাহ গানে গানে অহিংসা, সহনশীলতা, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে শান্তির বার্তা প্রচার করে আসছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।

বাংলাদেশের যুব সমাজকে অহিংসা ও সহনশীলতা বিষয়ে সচেতন করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই কনসার্টে তরুণ শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানায়, যারা নিজেদের গানের সুর ও পরিবেশনা দিয়ে ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গীত-সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ পার্থক্য তৈরি করতে পেরেছে।

বিকল্প রক ব্যান্ড বাংলা ফাইভ শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ মেলে ধরে তাদের নিজেদের দুটি গান পরিবেশন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সকল বড়ো আয়োজনেই বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হয়। 'এফ ফাইনর' নামে মারমা ও গারো আদিবাসীদের নারী ব্যান্ড দল দুটি গান পরিবেশন করে। একটি বাংলায় এবং অন্যটি তাদের মাতৃভাষায়।

মঞ্চে এরপরে পরিবেশনা ছিল আমার ব্যান্ড দল 'মাকসুদ ও ঢাকা'। আমরা 'কৃষ্ণকীর্তন পরিবেশন করেছি এবং দ্বিতীয় পরিবেশনা ছিল ১৯৯৭ সালে রিলিজ পাওয়া জনপ্রিয় গান 'পরওয়ারদেগার'।

কনসার্টটির সমাপ্তি ঘটে সভ্যতা এবং ব্যান্ড এর ফিউশন ও জাজ মেটাল ধরনের গান দিয়ে। সুমধুর কণ্ঠে সভ্যতা গেয়ে শোনায় দুটি গান, প্রথমে দূরে যেতে নেই যে মানা; যদি থাকতো ডানা। অপরটি 'তোমার আমার ঈশ্বর কী আলাদা?'

এটি স্মরণীয় যে বাংলাদেশে নবীনদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির আকাঙ্খা সবচেয়ে বেশি।

আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস পালনে এই ছিলো আমাদের বিনীত নিবেদন। আমি নিশ্চিত যারা দেখেছেন কনাসার্টটির গান তাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড

১ম পৃষ্ঠার পর

তেমনি মুক্তির স্বপ্নে উদ্বেলিত মানুষের প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের পরিচয় বহন করে। এই যশোর রোড ধরেই ডিসেম্বরের সূচনায় ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী এগিয়ে গিয়েছিল মুক্তির যুদ্ধে, পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ১০ ডিসেম্বর মুক্ত করে যশোর। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ মুক্ত যশোরে জনসভা করে ঘোষণা করেন বাঙালির বিজয় বার্তা। সেই সব ছবি ও প্রামাণ্যচিত্র জুড়ে দেয়া হয় প্রদর্শনী জুড়ে। জাদুঘরে সংরক্ষিত একাত্তরে প্রকাশিত গিন্সবার্গের কবিতার পোস্টারও প্রকাশ করে আরেক সাক্ষর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভস ও ডিসপ্লে টিমের সহযোগিতায় শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্রের পরিবেশনায় সম্পূর্ণ আয়োজনের পরিকল্পনা, বিন্যাস ও সঞ্চালনায় ছিলেন জাদুঘরের কর্মী রফিকুল ইসলাম।

মুক্তিযুদ্ধ বিষক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ-এর বক্তব্য :
http://www.liberationwarmuseumbd.org/wp-content/uploads/2020/10/Tapan-kanti.pdf
এবং
http://www.liberationwarmuseumbd.org/wp-content/uploads/2020/10/Mousumi-Bhuimik.pdf
মৌসুমি ভৌমিকের বক্তব্য

চার জেলার অংশগ্রহণ

অনলাইন ভিত্তিক ৩৪তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী

রঞ্জন কুমার সিংহ

করোনা মহামারীর বিরূপ পরিস্থিতিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা বন্ধ, ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের বাসও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও মনের জানালা দিয়ে নিরন্তর সবার কাছে পৌঁছানোর কাজটুকু নানাভাবে করে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এর প্রতিফলন হিসেবে প্রথমবারের মতো ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ গাইবান্ধা, বগুড়া, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে 'জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ৩৪তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। সম্মিলনীতে শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ জাদুঘরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে।

শিক্ষক সম্মিলনীতে অংশ নেয় গাইবান্ধা, ফেনী, কুমিল্লা ও বগুড়া জেলা। এই চার জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে সকাল দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ফেনী ও গাইবান্ধা জেলা এবং বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কুমিল্লা ও বগুড়া জেলা অংশগ্রহণ করে। সকাল দশটায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, শিক্ষক সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর। আলোচনা শেষে চার জেলার ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনীর উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখানো হয়। প্রদর্শনী শেষে নতুন বাস্তবতায় জাদুঘরের কার্যক্রম ও শিক্ষক সম্পৃক্তি (বঙ্গবন্ধুর দিনপঞ্জি, অনলাইন প্রদর্শনী, বুলেটিন, ফেসবুক, ওয়ান মিনিট ফিল্ম ও প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য ইত্যাদি) বিষয় নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। আলোচনা

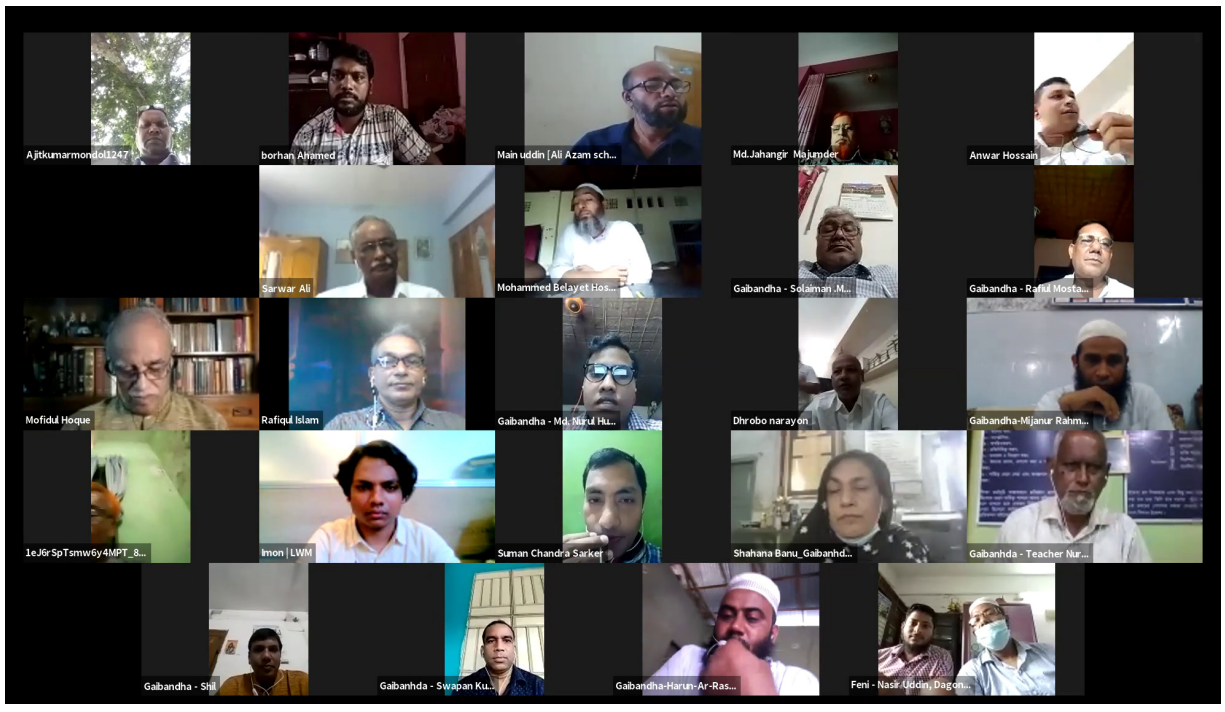

শেষে সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহকারী ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হারুন-অর-রশীদ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এরপর ফেনী জেলার এপি রাণী দাশ ও গাইবান্ধা জেলার মো. নূরুল আলম বক্তব্য প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পর্বে জেলাভিত্তিক আলোচ্য বিষয় নিয়ে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের আলোচনা শেষে সারসংক্ষেপ প্রদান করেন ফেনী জেলার সোনাপুর হাজী এম এস উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হানিফ মাহমুদ এবং গাইবান্ধা জেলার ভরতখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোসা. কহিনুর আক্তার বানু।

বিকালের পর্বে শুরুতে চারজেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনীর উপর তথ্যচিত্র দেখানো হয় এবং নতুন বাস্তবতায় জাদুঘরের কার্যক্রম ও শিক্ষক সম্পৃক্তি বিষয়ে ট্রাস্টি মফিদুল হক সবিস্তার আলোচনা করেন। বিকালের পর্বে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহকারী কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বরী জাগরণী বালিকা উচ্চ বিদ্যাবীথির সহকারি শিক্ষক আবু আব্দুর রহমান সিদ্দিকী রাজু। এছাড়া দুই জেলার দুইজন নির্বাচিত শিক্ষক বক্তব্য প্রদান করেন, কুমিল্লা জেলার ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি প্রধান শিক্ষক মোছলেহ উদ্দিন এবং বগুড়া জেলার মাটিডালী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক সুজাতা ভট্টাচার্য্য।

জেলাভিত্তিক আলোচনার পূর্বে বগুড়া জেলার শিক্ষকদের কাছে 'অন্ধকার থেকে আলোয়' অনলাইন প্রদর্শনী শিক্ষার্থীদের দেখানোর অভিজ্ঞতা কথা শোনান আর এস এফ মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাক আহমদ মইনুল আলম এবং কুমিল্লা জেলায় কিভাবে উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহ করেছেন সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন চৌদ্দগ্রাম মাধ্যমিক পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জামাল হোসেন। শিক্ষকদের আলোচনা শেষে সারসংক্ষেপ বক্তব্য প্রদান করেন কুমিল্লা জেলার গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ রণজিৎ চন্দ্র দাশ এবং বগুড়ার মাহফুজা বেগম, সহকারি শিক্ষক, কাথম জুলুম দেওয়ান মহিলা দাখিল মাদ্রাসা ও গাবতলী মহিলা কলেজের প্রভাষক মো. হাফিজুর রহমান জুয়েল।

অনলাইন ভিত্তিক নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনে ফেনীর দাগন ভূঁইয়া একাডেমীর প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমানসহ ২৩ জন শিক্ষক, গাইবান্ধা জেলা থেকে সাদুল্ল্যাপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আবু মো. জহুরুল কাইয়ুম, গাইবান্ধা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ. মো. আব্দুল কাদের এবং বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বিদ্যালয় গাইবান্ধা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রাজেনা বেগমসহ ৪৯ জন শিক্ষক, কুমিল্লা জেলার গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ রণনজিৎ চন্দ্র দাশ, চৌদ্দগ্রাম মাধ্যমিক পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জামাল হোসেন, বিবির বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাকির হোসেন ভূঁইয়া এবং ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি প্রধান শিক্ষক মোছলেহ উদ্দিনসহ ৪৩ জন শিক্ষক এবং বগুড়া জেলার আর এস এফ মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাক আহমদ মইনুল আলমসহ ২১ জন প্রধান শিক্ষকসহ চার জেলার ১৩৬ জন শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

তরুণ স্বেচ্ছাকর্মী দল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বড়ো শক্তি তরুণ বন্ধুরা। যে কোন আয়োজনে জাদুঘরের আঙ্গিনা মুখরিত হয়ে ওঠে তরুণ স্বেচ্ছাকর্মী বাহিনীর কলতানে। এই কলতান কিছুদিনের জন্য থমকে গিয়েছিল এক আকস্মিক মহামারিতে। দীর্ঘ ছয় মাস বিরতীর পর কিছুটা নীরবেই আবারো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কাজ করে গেল একদল তরুণ স্বেচ্ছাকর্মী। শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা শরীফ রেজা মাহমুদের নেতৃত্বে এই তরুণ দলের কর্মতৎপরতায় সুচারুভাবে সম্পন্ন হলো বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কনসার্টের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের কার্যক্রম। ধন্যবাদ জানাই এই তরুণ বন্ধুদের।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্মরণে
ট্রাস্টি ও কর্মীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি 'মুক্তির পদযাত্রী'

আমেনা খাতুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী গত ৭ সেপ্টেম্বর বহুমাত্রিক করোনা আক্রান্ত হয়ে আমাদের সবার কাছ থেকে শারীরিকভাবে বিদায় নেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত প্রয়াণে দেশবিদেশে তাঁর বন্ধু পরিজনের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সহকর্মীদের জন্য এই শোক কাটিয়ে ওঠা কঠিন। তবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রক্ষায় তাঁর অবদানের মাধ্যমে তিনি বেঁচে থাকবেন সবার হৃদয়ে। তাঁর অসমাপ্ত কাজ চলমান রাখার প্রত্যয় নিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর নিবেদিত হয় ট্রাস্টি ও কর্মীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি 'মুক্তির পদযাত্রী'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেইসবুক লাইভে সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠান দেখেন সুহৃদ, সহযোগী, সহকর্মী ও অনুসারী। এই অনুষ্ঠান এখনও অনেকে দেখছেন ও শেয়ার করছেন।

বৃটিশ-বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের সময় গীত '*মুক্তির মন্দির সোপানতলে*' গানের সুর দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতে জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গন থেকে তারিক আলীকে স্মরণ করেন। সেই সাথে স্মরণ করেন জাদুঘরের অপর ট্রাস্টি কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইনকে, যিনি গত ২৬ নভেম্বর ২০১৯ না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। সারা যাকের বলেন,

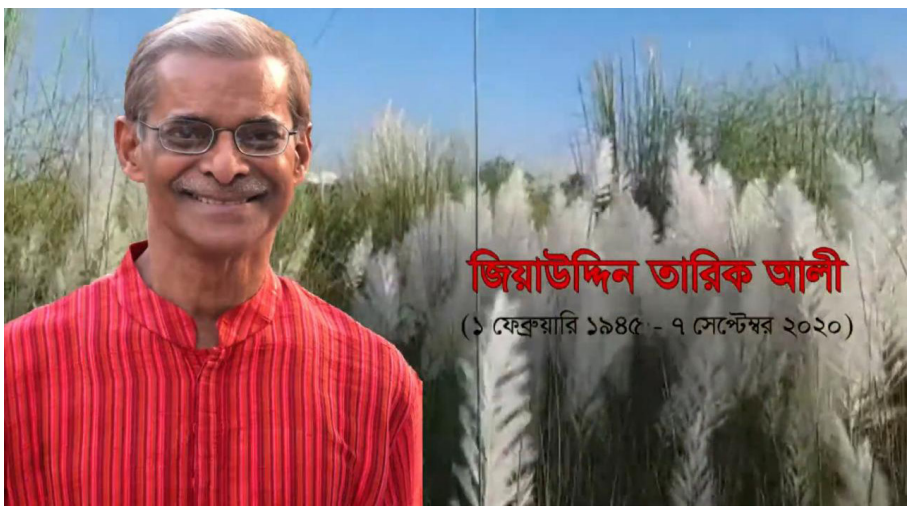

তারিক আলী শুধু একজন সহযোদ্ধাই ছিলেন না, ভালো বন্ধুও ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দুই জন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টির প্রয়াণের শোককে শক্তিতে পরিণত করে তিনি তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জাদুঘরের ট্রাস্টি ও কর্মীবৃন্দ, পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও জাতীয় আন্দোলনের সহযাত্রীরা জীবন-পথ পরিক্রমণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তারিক আলীর অবদান, অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ নির্মাণে

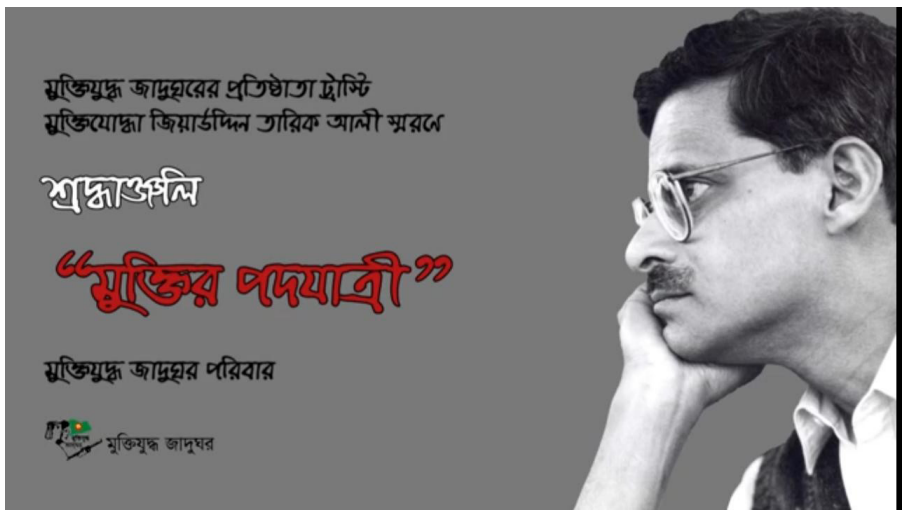

নানামুখি কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে তাঁর ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন।

ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শুরুর দিনগুলো থেকে বিভিন্ন পর্বে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। অত্যন্ত আবেগী ও সরল, কঠোর পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল এই ট্রাস্টির সার্বিক তত্ত্বাবধানে অক্লান্ত শ্রম আর যত্নে আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্ব ভবন গড়ার বৃত্তান্ত তুলে ধরেন ডা. সারওয়ার আলী। ২০২১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি উৎসবে জিয়াউদ্দিন তারিক আলী সশরীরে উপস্থিত না থাকার বেদনায় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তবে তাঁর বিশ্বাস কর্মের মাধ্যমে এই মহতি উৎসবে তিনি সবার সঙ্গে শরিক হবেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল আমেরিকার প্রবাস জীবনে সেখানে বেড়ে উঠা শিশু- কিশোরদের বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় স্নাত করতে তারিক আলীর ভূমিকার উল্লেখ করেন। ভালো করে বাংলায় কথাও বলতে পারে না ছেলেমেয়েরা তাদের সঠিক উচ্চারণে বাংলা গান শিখিয়ে অনুষ্ঠানে পরিবেশন করাতেন। প্রবাস জীবনেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ কমিটির সদস্য-সচিব স্থপতি আবু সাঈদ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে তারিক আলীর সৎ ও কঠোর অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, কীভাবে কম খরচে উন্নত সামগ্রী ব্যবহার করা যায় তার জন্য তিনি অনেক খাটতেন। জাদুঘরের জন্য একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম, প্রদর্শনীর জন্য আন্তর্জাতিক সুবিধা-সম্পন্ন গ্যালারি ইত্যাদি সকল কিছু নিশ্চিত করতে তিনি কাজ করতেন। কোয়ালিটির সাথে কোনো সমঝোতা করতেন না। তারিক আলীকে স্মরণ করার পাশাপাশি তিনি জাদুঘর নির্মাণ কমিটির সদস্য স্থপতি ও ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন এবং আহ্বায়ক মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরীকে স্মরণ করে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

ট্রাস্টি আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের প্রতিনিধিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

আমেনা খাতুন

২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ব্রি. জেনারেল মো. গোলাম ফারুক পরিচালক, সামরিক অপারেশন-এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি দল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। ট্রাস্টি মফিদুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং প্রদর্শনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে সহকর্মী আমেনা খাতুনের তত্ত্বাবধানে গ্যালারি পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানান। দলটি আড়াই ঘণ্টা ধরে গ্যালারি পরিদর্শনকালে দল-প্রধান প্রদর্শনীর কারিগরী ও অন্যান্য কলাকৌশল এবং উপস্থাপনা বাস্তবায়নের বিস্তারিত তথ্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও দেশ-বিদেশের অনেক জাদুঘর দেখেছেন এবং জাদুঘর সম্পর্কে তাঁর সমৃদ্ধ ধারণা রয়েছে। তিনি মূলত 'বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর'-এর বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য সম্যক ধারণা নিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছেন বলে জানান। আমেনা খাতুন বিষয়গুলোর উপর সবিস্তার ধারণা প্রদান করেন। পাশাপাশি প্রদর্শিত স্মারক ও ইতিহাসের ধারাবাহিক উপস্থাপনার বিবরণ দেন। তিনি গ্যালারিতে প্রদর্শিত স্মারকের উপস্থাপন শৈলী, মৌলিকত্ব কিউরেশনসহ উপস্থাপন কৌশলের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি মন্তব্য লেখন, 'দেশের সর্বোত্তম এই জাদুঘরটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে যথযথ মর্যাদার আসনে স্থান দিয়েছে।'...

সবশেষে জাদুঘরের ট্রাস্টি ও কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে দল-প্রধান বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের তাদের জাদুঘর প্রদর্শনীসহ নানা বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। দুপক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করে কাজে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠক শেষে ব্রি. জেনারেল মো. গোলাম ফারুক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য এক লক্ষ টাকার অনুদান চেক প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করছেন ব্রি. জেনারেল মো. গোলাম ফারুক

ট্রাস্টি মফিদুল হকের হাতে এক লক্ষ টাকার অনুদান চেক প্রদান করেন ব্রি. জেনারেল মো. গোলাম ফারুক

টিজেএএন-সিএসজিজের ওয়েবিনার সিরিজের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত

নওরীন রহিম

১৯ সেপ্টেম্বর, বিকেল চারটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক (টিজেএএন)-এর যৌথ উদ্যোগে এশীয় আঞ্চলিক ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়। ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক (টিজেএএন) মূলত ট্রানজিশনাল জাস্টিস বিশেষজ্ঞদের এশীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র। ২০১৭ সালে এশীয় অঞ্চল জুড়ে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা প্রসারের লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

যৌথ ওয়েবিনারটির শিরোনাম ছিল, 'ভয়ংকর নিষ্ঠুর অপরাধের স্মৃতিপরম্পরা'। ওয়েবিনারটিতে ফিলিপাইন, তিমুর লেসতে, আচে (ইন্দোনেশিয়া) এবং বাংলাদেশের অতিথি বক্তা স্ব-স্ব দেশের অভিজ্ঞতা মেলে ধরেন। সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) এর স্বেচ্ছাসেবী গবেষক, শাওলী দাশগুপ্ত সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন।

ফিলিপাইন, তিমুর লেসতে, আচে এবং বাংলাদেশ- এই চারটি দেশের ইতিহাসেই নৃশংস বর্বর অপরাধ সংগঠনের কালো অধ্যায় রয়েছে। ফার্দিনান্দ মার্কোসের একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা এবং পরবর্তীতে সামরিক শাসনকালে ফিলিপাইনের নাগরিকরা অবর্ণনীয় অত্যাচারের শিকার হয়। ১৯৮৬ সালে একনায়কতান্ত্রিক সরক-ার জনশক্তির বিপ্লবের কাছে পরাজিত হয়। পক্ষান্তরে, আচেতেও ইন্দোনেশিয়ান সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সশস্ত্র সংঘাতে অসংখ্য নিষ্ঠুর অপরাধমালা সংগঠিত হয়। আচের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীর 'ফ্রি আচেহ' আন্দোলন 'আচে' অঞ্চলের স্বাধিকার অর্জনে ভূমিকা পালন করে, যার ফলে ২০০৫ সালে হেলসিংকি চুক্তি ত্রিশ বছরের সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটায়। অনুরূপভাবে, তিমুর লেসতে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ান সেনাবাহিনী কর্তৃক নৃশংসতা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকার হয়। একইভাবে, বাংলাদেশও পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে গৌরবময় স্বাধীনতা অর্জন করে। উল্লেখিত প্রতিটি দেশই, স্বাধীনত-ার পরবর্তী সময়কালে নানাভাবে তাদের শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস এবং স্বাধীনতার গৌরবময় স্মৃতি রক্ষার্থে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে, যা ছিল উক্ত ওয়েবিনারটির মুখ্য আলোচিত বিষয়।

প্রথম বক্তা, রেনে ক্লেমেন্তে শুরুতেই ফিলিপাইনে সংঘটিত নৃশংসতার জন্য দারুণ

সামরিক শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। এই ব্যবস্থায় ফিলিপাইনের সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতা ফার্দিনান্দ মার্কোসের অধীনে রাখা হয়েছিল। সিনেটরসহ অন্যান্য বেসামরিক নাগরিকদের গ্রেফতার, গণমাধ্যমের দখলদারিত্ব, জনগণের সম্পদের উপর কর্তৃত্ব এবং বহিরাগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ নানাভাবে দমন-পীড়ন করতেন এই একনায়ক। এক নায়কের পতনের পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কয়েকটি জাদুঘর ও ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে, বায়ানী 'স্মরণ প্রাচীর' এবং ব্যাং ভাস্কর্য 'আশা এবং গণতন্ত্র'-এর প্রতিনিধিত্ব করে। রেনে ক্লেমেন্তে আরো বলেন, এখন তাদের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইতিহাসের বিকৃতি রোধ করে জাদুঘরের মাধ্যমে স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখা।

আচে- এর কথার শুরুতেই ফয়সাল হাদি 'ফ্রি আচেহ' মুভমেন্ট এবং 'হেলসিংকি চুক্তির' উল্লেখ করেন। এই চুক্তি তাদের স্মৃতিচারণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দ্বার খুলে দিয়েছিল, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাস্কর্য, রীতি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যদিও আচেতে *৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান

গানে গানে অহিংসার বাণী

মির্জা মাহমুদ আহমেদ

ঢাকায় এখন কনসার্ট আয়োজন হয় না বললেই চলে। শুধু কনসার্ট কেন যেকোন লোকজ অনুষ্ঠানই এখন আগের মতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা যায় না। করোনাকালে বিনোদন কিংবা সংস্কৃতির পরিসর বাক্স বন্দি হয়ে গেছে। আজকের আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত কনসার্ট দেখতে তাই মুখিয়ে ছিলাম। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে ফেসবুক পেজে আনা-গোনা আর চোখ রাখা শুরু হয়ে যায়। অবশেষে অপেক্ষার পালা ফুরায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রীতি অনুসারে প্রথমে ইতিহাস থেকে দীক্ষা নেয়া।

সূচনায় **স্মরণ করা হয় মহ-**াত্মা গান্ধীর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের। পরে ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় স্মরণ করা হয় জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মু-**জিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের। একাত্তরের আট মার্চ থেকে শুরু হওয়া সেই আন্দোলন উপমহাদেশের রাজনীতিতে আজও অনুকর-ণীয়, অনুসরণীয় হয়ে আছে। সেই সাথে মনে করিয়ে দেয়া হয় করোনা মহামারীর কারণে জাদুঘরের দ্বার বন্ধ থাকলেও খুলে দেয়া হচ্ছে একের পর এক কপাট। রফিকুল ইসলামের নেপথ্য ভাষ্য স্বল্পকথায় মেলে ধরে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য।

এরপর 'মাকসুদ ও ঢাকা' ব্যান্ডের মাকসুদুল হকের উপস্থিতির **মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুষ্টিয়-**ার ছেউরিয়া থেকে আগত বাউল শাহাবুল গানে গানে লালনের অহিংসার বাণী শুনিয়ে যান। তিনি শোনান, *'কি নামে ডাকিলে তারে হৃদাকাশে উদয় হবে/আপনার আপনি ফানা হলে সে ভেদ জানা যাবে। আরবীতে বলে আল্লাহ ফারসিতে কয় খোদাতালা গড বলিছে যীশুর চেলা ভিন্নদেশে ভিন্নভাবে।*

বাউল শাহাবুলের কণ্ঠে ধ্বনিত লালনের আরেকটি গান; রাসুল রাসুল বলে ডাকি রাসুল নাম নিলে বড় সুখে থাকি। *মক্কায় গিয়ে হজ্ব করিয়ে, রাসুলের রূপ নাহি দেখি, মদিনাতে যেয়ে রাসুল মরেছে তার রওজা দেখি।* এ প্রজন্মের জনপ্রিয় ব্যান্ড 'বাংলা ফাইভ' শোনায় তাদের সুপরিচিত দুটি গান। একটি *'লেফট রাইট করেছি দশটা বছর শপথ করেছি প্রতিদিন। রাখাল গরুর পাল নিয়ে ফেরে ঘরে সাঁঝে আমি ফিরি পড়ার টেবিলে'* এভাবে দেশে কী স্বাধীনতা কখনো এসেছিলো কোনদিন?

অপরটি; *এই চেনা শহর, চেনা সময়, সময় গড়ালে অচেনাও হয়,এই তোমায় নিয়ে অনেক ভাবি, তোমায় অনেক চিনে ফেলেছি। আসলে কি করেছি? তোমায় আমি চিনিনা, আবার বোধবয় চিনি!!*

মারমা ও গারো আদিবাসী নারীদের ব্যান্ড এফ মাই-নর গানে গানে জানিয়ে যায় পাহাড়িয়া মাটিই তাদের প্রাণ। ব্যান্ড দলটি মারমা ভাষায় একটি ও বাংলা ভাষায় একটি গান পরিবেশন করে। বাংলাদেশে জাতিসত্ত্বায় বৈচিত্র এবং বিচিত্রতার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তাদের গানে ও পরিবেশনায়।

মাকসুদ ও ঢাকা পরিবেশন করে 'কৃষ্ণকীর্তন'। এছাড়া বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরা 'পরওয়ারদেগার' গানটি গেয়ে শোনায় তারা। ... জনপ্রিয় এই গান ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বলিষ্ট এক প্রতিবাদ, যা আজকের তরুণদের চিত্ত জয়ে সমর্থন হয়েছে।

সবশেষের আয়োজন ছিলো সভ্যতা ও দ্যা ব্যান্ড এর। সভ্যতার ফিউশন জাজ মেটালধর্মী পরিবেশনা দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। সভ্যতা গানে গানে জানতে চায় *তোমার আর আমার ইশ্বর কী আলাদা?*

বাংলাদেশে অহিংসার চর্চা আমরা খুব একটা দেখতে পাই না। যাপিত জীবনের নানা ক্ষেত্রে হিংসার বিভৎস রূপই এখানে প্রকটভাবে ধরা দেয়। সেই প্রেক্ষাপটে তরুণদের সম্প্রীতির ভাবধারার স্নাত অহিংস মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'আমাদের গানে অহিংসার বাণী' ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রস-ংশার দাবী রাখে। গান, চলচ্চিত্র, স্থিরচিত্র গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিকেশন টুলস। ফকির লালন সাইজি দুশো বছরের বেশি সময় ধরে গানে গানে বাঙলার পথে অহিংসার অমর বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে কনসার্ট পরিবেশনার মাধ্যমে বিশ্ব অহিংসা দিবস পালনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে প্লাটফর্ম ব্যবহার করেছে সেটি নিশ্চয়ই তরুণ যুবকদের আকৃষ্ট করেছে। যারা ইতিমধ্যে কনাসার্টটি উপভোগ করেছেন তারা মুগ্ধ হয়েছেন এবং অহিংস বাংলাদেশ গড়ার প্রেরণা পেয়েছেন। যারা এখনও কনসার্টটি দেখেননি তাদের এখন মুগ্ধ হওয়া ও অহিংস বাংলাদেশ গড়া সম্পৃক্ত হওয়ার পালা।

মুক্তিযুদ্ধের দিনপঞ্জি (সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এর কিছু ঘটনা)

১৯৭১-এর প্রতিটি মাস, প্রতিটি দিন ঘটনাবহুল। এইসব দিন ও মাসকে স্মরণ করিয়ে দিতে, নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন ভাবনা নিয়ে আসছে। পাঠকদের জন্য এ সংখ্যায় একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসের কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো। অতি শিঘ্রই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজে ধারাবাহিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের দিনপঞ্জি তুলে ধরা হবে, সাথে থাকবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী।

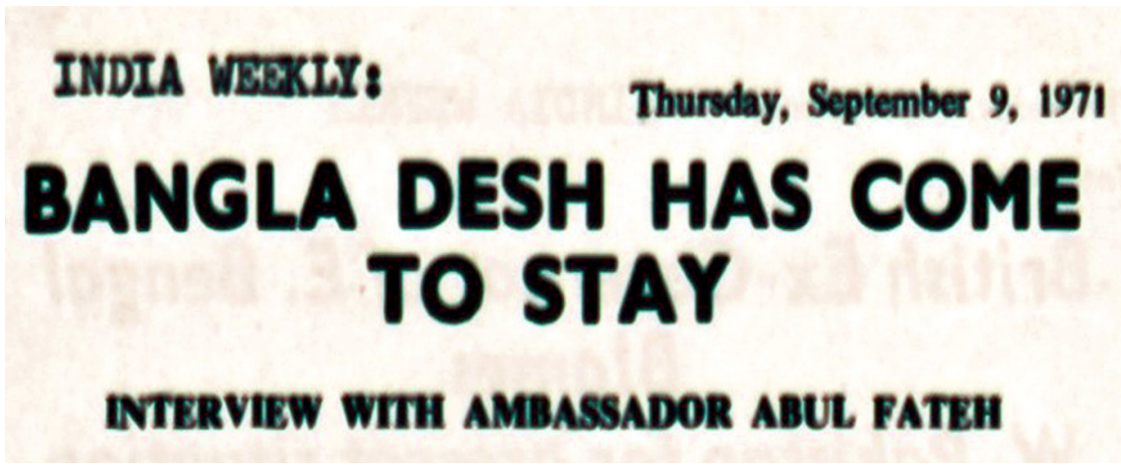
INDIA WEEKLY: Thursday, September 9, 1971

BANGLA DESH HAS COME TO STAY

INTERVIEW WITH AMBASSADOR ABUL FATEH

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ : মুক্তিবাহিনীর গেরিলা দল ঢাকা-দাউদকান্দি সড়কে বারুনিয়া ও ভবেরচর সেতু দুটি বিস্ফোরক লাগিয়ে বিধ্বস্ত করে। এতে পাকহানাদারদের ঢাকা-কুমিল্লা যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের নয়াদিল্লীতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ মিশনের উদ্বোধন করা হয়।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১: ডা. এ. এম. মালিক গভর্নর ভবনের দরবার কক্ষে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর হিসেবে শপথ নেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রদেশের প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী। এই অনুষ্ঠানে লে. জে. এ.কে নিয়াজীসহ উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ উপস্থিত হন।

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১: সিলেটে আমলসিদ মুক্তিঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর দুই প্লাটুন যোদ্ধার ওপর পাকহানাদাররা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তীব্র আক্রমণ চালায়। এতে পাকবর্বরদের শেলিংয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক ও আকমল আলী শহীদ হন এবং একজন বীর যোদ্ধা আহত হন।

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ :সুনামগঞ্জে পাকহানাদার বাহিনী স্থানীয় রাজাকার বাহিনীসহ রাণীগঞ্জ বাজার এলাকায় প্রবেশ করে এবং রাণীগঞ্জে শ্রীরামসির মতো পাইকারি হত্যাযজ্ঞ চালায়। এতে ৩০ জন নিরীহ মানুষ শহীদ হন। শুধু তাই নয় পাক বর্বররা রাণীগঞ্জ বাজারের প্রায় দেড়শ দোকান আগুন জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে।

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ : চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা দল পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গেরিলা যোদ্ধারা পাকসেনাদের দু'দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে পর্যুদস্ত করে। এতে ৩০ জন পাকসৈন্য নিহত হয় এবং বাকী সৈন্য অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। গেরিলা যোদ্ধারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ : কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি এইচ.সি. টেম্পেল্টন বলেন : 'আমাদের দেশের পক্ষ থেকে কমনওয়েলথ এবং যুক্তরাজ্যকে পূর্ব পকিস্তানের নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করছি। আমরা বিশ্বাস করি তাদের সরকার স্বীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সঠিক নীতি অবলম্বন করবে।'

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ : রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক ট্রাইব্যুনালে গোপন বিচারের কাজ শেষ হয়েছে। লে. জেনারেল নিয়াজী চট্টগ্রাম এলাকা সফর করেন। পরে তিনি রাঙ্গামাটি যান। সেখানে তাকে চাকমা প্রধান ও নির্বাচিত এম.এন.এ রাজা ত্রিদিব রায় অভ্যর্থনা জানান।

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ : কুমিল্লায় লে. ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা দল পাকবাহিনী বাডিসা ও গোবিন্দমানিক্যর দীঘি অবস্থানের ওপর একযোগে আক্রমণ চালায়। গোবিন্দমানিক্যর দীঘি অবস্থানে দুটি বাঙ্কার ধ্বংস ও ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর বাডিসা ঘাঁটি আক্রমণ সম্পূর্ণ সফল হয়। বাডিসায় ২০ জন পাকসৈন্য নিহত ও ১২ জন আহত হয়। দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ : ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য তিন দিনের সরকারি সফরে মস্কো রওনা হন।

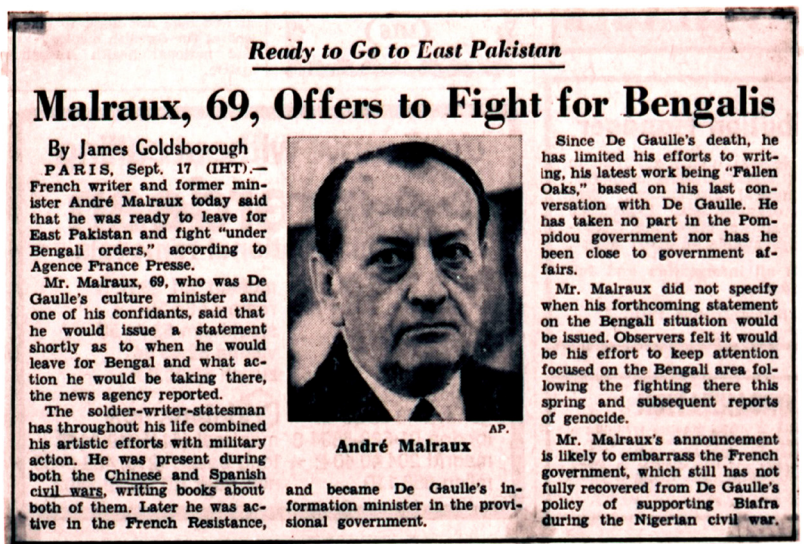
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE : 18-19 SEPTEMBER 1971

Ready to Go to East Pakistan

Malraux, 69, Offers to Fight for Bengalis

By James Goldsborough

PARIS, Sept. 17 (IHT).— French writer and former minister André Malraux today said that he was ready to leave for East Pakistan and fight "under Bengali orders," according to Agence France Presse.

Mr. Malraux, 69, who was De Gaulle's culture minister and one of his confidants, said that he would issue a statement shortly as to when he would leave for Bengal and what action he would be taking there, the news agency reported.

The soldier-writer-statesman has throughout his life combined his artistic efforts with military action. He was present during both the Chinese and Spanish civil wars, writing books about both of them. Later he was active in the French Resistance, and became De Gaulle's information minister in the provisional government.

André Malraux AP.

Since De Gaulle's death, he has limited his efforts to writing, his latest work being "Fallen Oaks," based on his last conversation with De Gaulle. He has taken no part in the Pompidou government nor has he been close to government affairs.

Mr. Malraux did not specify when his forthcoming statement on the Bengali situation would be issued. Observers felt it would be his effort to keep attention focused on the Bengali area following the fighting there this spring and subsequent reports of genocide.

Mr. Malraux's announcement is likely to embarrass the French government, which still has not fully recovered from De Gaulle's policy of supporting Biafra during the Nigerian civil war.

মুক্তির পদযাত্রী

৪-এর পৃষ্ঠার পর

করে এযাবৎকাল পর্যন্ত একসাথে পথচলার কথা স্মরণ করে বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়ে যান। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে আপোষহীন ও দৃঢ় প্রত্যয়ী এই দেশপ্রেমিকের আরো কাজ করার ছিলো। একসাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিনির্মাণে তারিক আলীর কাজের কথা স্মরণ করেন। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিরুদ্ধ যেকোনো পরিস্থিতি অতীতের মতো ভবিষ্যতেও সবাই মিলে কঠিনভাবে প্রতিহত করবেন বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান বলেন, অত্যন্ত মেধাবী প্রকৌশলী তারিক দেশ-বিদেশের নানান স্থাপনা বিনির্মাণে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে দীর্ঘকাল দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করেছেন। অথচ বৈশ্বিক লোভ বিবর্জিত এই মানুষটি অন্য আর দশজন বন্ধু-সহপাঠিদের থেকে নির্মোহ জীবন যাপন করে নিজের আলাদা সত্তায় মহিমান্বিত হয়েছেন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রইবে।

সামাজিক আন্দোলনের নেতা পংকজ ভট্টাচার্য দেশের নানাপ্রান্ত ঘুরে বঞ্চিত মানুষের পক্ষে তারিখ আলীর অবস্থান তুলে ধরেন। তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের উল্লেখ করে তিনি তারিক আলীর নানা অবদান স্মরণ করেন। কিভাবে একজন নির্যাতিত আদিবাসী নারীকে ঢাকায় এনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন সে ঘটনা তিনি ব্যক্ত করেন। এছাড়া পরিবেশ রক্ষা থেকে শুরু করে সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতা মোকাবিলায় তাঁর অবদান তুলে ধরে তাঁকে স্মরণ করেন।

প্রবাসী প্রবীণ সংগীতশিল্পী মাহমুদুর রহমান বেনু একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থায় তাঁর সহযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী সম্পর্কে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের প্রতি তারিক শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিলা, যে-চার স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।

তারিক আলীর সহধর্মিণী কানিজ খন্দকার ইয়াসমিন স্মৃতিচারণে বলেন, স্বামীর দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর হাত ধরেছিলেন এবং বিদায়ের আগ পর্যন্ত সেই হাত ছাড়েননি। আদিবাসীসহ অনেক গরীব শিক্ষার্থীর পড়ালেখার খরচ তিনি বহন করতেন। স্বামীর আদর্শ ধারণ করে তিনি সামনের দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চান। গানের মধ্য দিয়ে দুজনের পরিচয়, তাই রবীন্দ্রনাথের 'হে সখা মম হৃদয়ে রহো' গানটির দু'চরণ গেয়ে তাঁকে উৎসর্গ করেন।

The heart has it's reason, but the problem is reason does not know that ফরাসি যুক্তিবিদ Blaise Pascal-এর এই উদ্ধৃতি দিয়ে ট্রাস্টি মফিদুল হক তারিক আলীর আবেগী মনোজগৎ এবং এর গভীরতা তুলে ধরেন। দৃশ্যত এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায় জাদুঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ভিডিও ক্লিপিং-এ যখন দেখি সুদূর কানাডা থেকে আসা যুদ্ধশিশু ও তাঁর কন্যার বাস্তব অভিজ্ঞতা শোনার সময় দর্শক সারিতে বসা তাঁর ভেজা চোখ। অনুষ্ঠান শেষে কন্যাটিকে আলিঙ্গন করে তাঁর হৃদয় নিঙড়ানো ভালোবাসার পবিত্র চুম্বন এঁকে দেন কন্যার কপালে পিতৃস্নেহে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোলাম ফারুক আউটরিচ কর্মসূচিতে ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর আন্তরিক সম্পৃক্ততার কথা স্মরণ করেন। তিনি যখনই ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসতেন তাঁর সাথে দেখা হতো, কর্মসূচি কেমন চলছে খোঁজ-খবর নিতেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মী রফিকুল ইসলাম, আমেনা খাতুন, ড. রেজিনা বেগম এবং সাগর সিকদার দীর্ঘদিনের তাদের কর্মগুরু বড় ভাই তথা পিতৃতুল্য আবেগী অথচ নিয়মানুবর্তিতা ও সততার ক্ষেত্রে কঠিন ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর কর্মের নানা দিক তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর গভীর অঙ্গীকার, জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও এর প্রতিটি কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও সততা, কর্মীদের প্রতি স্নেহপরায়ণতার কথা স্মরণ করে তারা আবেগাক্রান্ত হন। বিশেষ করে তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও জাদুঘরের প্রতিটি কাজে তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিজ্ঞা করেন তাঁরা।

ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পথের শেষে' কবিতা পাঠের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান বন্ধু ও সহকর্মী তারিক আলীর প্রতি। তাঁর গভীর উপলব্ধি ও মমতাপ্লুত কণ্ঠের আবৃত্তিতে কবিতার প্রতিটি পংক্তি যেন তারিক আলীর জীবন, কর্ম ও নির্মোহ আবেগী মনের সাথে মিলেমিশে একাকার। শেষ বিদায়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত সব যেন মিলে যায় 'পথের শেষে'। ভিডিওচিত্রের কিছু মুহূর্ত সজীব তারিক আলীকে হাজির করে সকলের সামনে।

কন্যা শ্রাবন্তী করিম বাবার প্রিয় রবীন্দসংগীত 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে' স্বকণ্ঠে গেয়ে বাবাকে উৎসর্গ করেন। আবেগমিশ্রিত এই গান ছুঁয়ে যায় সকলের অন্তর। বাবার বাঙালি সংস্কৃতির আদর্শ বুকে ধারণ করে শ্রাবন্তীর নিবেদিত হৃদয়গ্রাহী সুরে আবিষ্ট সকলে অনুভব করেন একজন পিতাকে। আর এভাবেই একজন পিতা, বন্ধু, ভাই, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মুক্তিযোদ্ধা তারিক আলীকে হৃদয়ে ধারণ করে সবাই।

অনুষ্ঠানের নেপথ্যে নিবেদিত হয় সংগীতশিল্পী মিতা হকের কন্যা ফারহিন খান জয়িতা গীত রবীন্দ্রনাথের গান 'সার্থক জনম আমার মাগো জন্মেছি এই দেশে'। স্মৃতিচারণ ও আলোচনার মাঝে গানের পটভূমিকায় প্রদর্শিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘিরে তারিক আলীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের চিত্র। জয়িতার গান ও বিবিধ কর্মকাণ্ডের ছবি মিলে জীবন্ত হয়ে উঠেন তারিক আলী।

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্মরণে ট্রাস্টি ও কর্মীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজনে জাদুঘরের ট্রাস্টি ও কর্মীদের সহযোগিতা হৃদয়-সঞ্জাত। সদস্য সচিব সারা যাকেরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, আসাদুজ্জামান নূর ও মফিদুল হকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠান সার্থকতা পেয়েছে।

গবেষণা ও কিউরেশন আমেনা খাতুন। তথ্য, ছবি, ভিডিও ধারণ ও সংগ্রহ এবং ভিডিও প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করেছেন আর্কাইভ ও প্রদর্শনী টিমের সদস্য মন্টু বাবু সরকার, সুফিয়া নাজনীন নিতা, কাজী ইমরান ও রেজাউল আহমেদ। ট্রাস্টি ও কর্মীদের ভিডিও ধারণে সহায়তা করেছেন শরিফ রেজা মাহমুদ।

ফেইসবুক প্রোমো ও প্রচারে সহযোগিতা করেছেন বার্ট নন্দিত আড়েং ও রেডিও স্বাধীন টিম।

https://www.facebook.com/watch/?v=2652156485046347

সম্পূর্ণ আয়োজনটি দেখতে উপরের লিংকে ক্লিক করুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ডিজিটাল পথচলা: নবযুগের যাত্রা

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধারণ-বাহনের ব্রত নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দুই যুগ ধরে কাজ করে আসছে। ২৫ বছরের পথপরিক্রমায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হয়ে উঠেছে দেশের অন্যতম জাতীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে। দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সম্পৃক্ততায় সংহত এ জাদুঘর শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রতিনিয়ত এই যাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সমাজের সকল প্রান্তের সুহৃদরা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এটি জনগণের জাদুঘর, কাজেই সময়ের দাবী এবং জনগণের প্রত্যাশা পুরনে এই প্রতিষ্ঠান সর্বদাই সচেষ্ট। এই ভাবনা থেকেই তারুণ্য বান্ধব এ জাদুঘর নবযুগের ডিজিটাল যাত্রায় সামিল হবে এটা খুব স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা।

www.liberationwarmuseumbd.org মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্ব ওয়েব সাইট, যেখানে এই জাদুঘর সম্পর্কিত তথ্য পওয়া যাবে। গত জুলাই মাসে জাদুঘর মুখগ্রন্থ পাতায় আত্মপ্রকাশ করে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক ঠিকানা : www.facebook.com/liberationwarmuseum.official । খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই পেজ হাজারের বেশি লাইক ও ফলোয়ার অর্জন করেছে। আশা করি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বৃহৎ পরিবারের সদস্যরা এই পেইজটি লাইক এবং ফলো করে এর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। এখানে পাঠকের জানার জন্য উল্লেখ করছি, সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিবেদিত ৩টি ভিডিও প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ ফেসবুকে দেখেছে। ২ অক্টোবর বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনলাইন কনসার্টটির ৮৬ হাজার ৭৯১ জন দর্শক দেখেছেন এবং অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শরণার্থীদের দুঃখগাথা নিয়ে তৎকালীন মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ রচিত বিখ্যাত কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' স্মরণ করে বিশেষ আয়োজন, সম্প্রতি প্রয়াত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্মরন অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের আলোচনা সভা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। ফেসবুক এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই সমস্ত আয়োজন তার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে।

দেশভাগ : পরিচালকের দৃষ্টিতে

তানভীর মোকাম্মেলের সাথে ফিল্ম সেন্টারের আলোচনা

মরিয়ম রাদিয়া মাশা

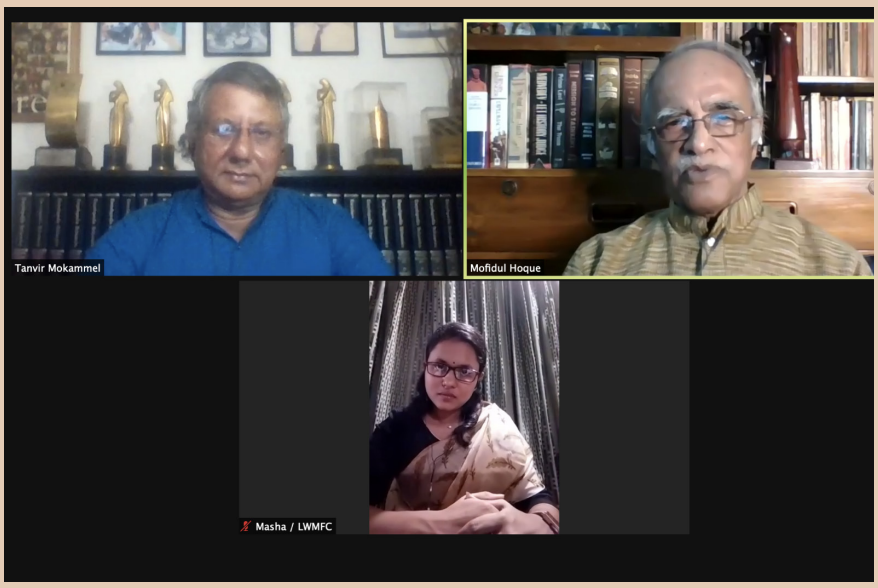

৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফিল্ম সেন্টার আয়োজিত ২য় চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে। এবারের আলোচনার বিষয় ছিল "Partition : through The Lens of a Director " এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং লেখক তানভীর মোকাম্মেল। তানভীর মোকাম্মেল নির্মিত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত 'চিত্রা নদীর পাড়ে' এবং প্রামাণ্যচিত্র 'সীমান্তরেখা' নিয়ে চলে অনলাইন আলোচনা। চিত্রানদীর পাড়ে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৯৮ সালে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের জীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল, তা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে দেশ বিভাজনে নির্মম বলির শিকার হওয়া মানুষের অতীত এবং বর্তমানকে নিয়ে নির্মিত হয় সীমান্ত রেখা নামক গবেষণাধর্মী প্রামাণ্যচিত্রটি। আলোচনা সভায় উঠে আসে ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময় দুই দেশের মানুষের চরম যন্ত্রণার কথা। আলোচনায় আরও উঠে আসে দেশ বিভাগ মানুষের স্মৃতিতে এখনো বেঁচে আছে যতটা না ঐতিহাসিক নথিপত্রের মাধ্যমে, তার চেয়ে অনেক বেশি দেশ বিভাগের কারণে বিপর্যস্ত সেই সব ভুক্তভোগী পরিবারের ব্যথিত বাস্তব জীবনকাহিনির আলাপচারিতায়। পূর্বপুরুষের ভিটা দেখতে গিয়ে প্রতিবারই এসব মানুষের মনে জেগে ওঠা দেশ বিভাগের স্মৃতির কথা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক জানান বিভাজনের রেখা আমরা অতিক্রম করতে চাই এবং এই অতিক্রম করবার শক্তিও আমাদের আছে।

সভায় তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো লক্ষ্য করার মতো। তারা দেশভাগ নিয়ে বিশদভাবে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আলোচনার শেষে চলচ্চিত্র 'চিত্রানদীর পাড়ে' ও 'প্রামাণ্যচিত্র সীমান্ত' রেখা নিয়ে তাদের মনে উদিত হওয়া প্রশ্নসমূহ পরিচালকের সামনে রাখেন এবং তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করেন।

আলোচনার একপর্যায়ে চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেল তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ হিসেবে আমাদের আত্মিক সম্পর্কে জোর দিতে হবে, বিশেষ কোন ধর্ম বা রাষ্ট্রের দিকে নয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফিল্ম সেন্টার আশা রাখে ভবিষ্যতেও এমন যুদ্ধের ইতিহাস ও মানবতা বিষয়ক নির্মিত চলচ্চিত্র নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা সম্ভব হবে।

টিজেএএন-সিএসজিজের

৫-এর পৃষ্ঠার পর

কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জাদুঘর নেই, তবুও কয়েকটি স্মরণীয় নৃশংসতার পর স্থানীয় কোন সংগঠন ভুক্তভোগীদের জন্য আলাদা আয়োজন এবং বিভিন্ন স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, 'রুমোহ গুযনেডং' নির্যাতন শিবিরে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ছোট স্মৃতিসৌধের সামনে তাদের অতীতকে প্রকাশ করে প্রার্থনা করে। ফয়সাল হাদি মনে করেন, অপরাধীদের দ্বারা ইতিহাসের পরিবর্তন রোধ করাই এখন তাদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ।

তিমুর লেসতে- তে ইন্দোনেশিয়ান সেনাবাহিনী কর্তৃক তিমোরীয়দের উপর নৃশংসতার স্মরণে, ম্যানুয়েলা পেরেরা ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৯ সালে তাদের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত সংকটগুলোর কথা উল্লেখ করেন। অতীত স্মরণ করা এবং অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টি তার বক্তব্যে ফুটে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায়, 'ট্রুথ এন্ড রিকন্সিলিয়েশন' প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রথমে তারা সিএভিআর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এসব তথ্য তারা অতীত অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। যা 'Chega' নামে রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়, এর অর্থ 'যথেষ্ট'। ম্যানুয়েলা আরো উল্লেখ করেন, তিমোরীয়রা ইন্দোনেশিয়ান সেনাবাহিনী কর্তৃক যৌন সহিংসতাসহ মানবতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের শিকার হয়েছে, ফলস্বরূপ তাদের শিশুরাও এই বৈষম্যের শিকার হয়। এসব স্মরণে রাখার জন্য, তারা তিমুরের প্রথম রাষ্ট্রপতি, নিকোলা রবার্তোর ভাস্কর্য স্থাপনের মতো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর যুবসমাজের প্রতীক হিসেবে তাদের একটি অনুষ্ঠান হয়। থিয়েটার, নাটক, সমাধিসৌধের পাশাপাশি জাদুঘর এবং সংরক্ষণাগারগুলো তিমোরীয় সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি বহন করে। পরিশেষে, নওরীন রহিম, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণনার মাধ্যমে স্মৃতি সংরক্ষণ আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে, যেখানে বাস্তব ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়। যেমন- মুক্তিযুদ্ধের ডায়েরি, চিঠিপত্র, সাধারণ মানুষের আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ, স্থানীয় সহযোগীদের বিবরণী। নওরীন রহিম বিশেষভাবে জাহানারা ইমাম, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, সুফিয়া কামালের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, এসব স্মৃতিকথা মুক্তিযোদ্ধা, ভুক্তভোগী এবং বেঁচে যাওয়াদের আসল স্মৃতি বহন করে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বন্দী শিবির এবং নির্যাতন কেন্দ্রের মতো ভয়াবহ নৃশংস গণঅপরাধের প্রমাণ বহনকারী প্রকৃত স্থানগুলো সরকার কর্তৃক খুব বেশি চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রতীকী ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে তিনি বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, জল্লাদখানা বধ্যভূমি, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মুজিবনগরের কথা বর্ণনা করেন। এছাড়াও প্রতীকী স্থাপনা, ওরাল হিস্ট্রি ডকুমেন্টিং, ই-আর্কাইভিং, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভিডিও গেমস এবং স্ট্যাম্পগুলো মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার অবদান প্রতিফলিত করার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেও তিনি যুক্ত করেন।

পরিশেষে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শুরু থেকেই নতুন প্রজন্মের কাছে প্রদর্শনী এবং নানাবিধ গবেষণার মাধ্যমে স্মৃতি উপস্থাপনের এই কাজটি করে যাচ্ছে। ওয়েবিনারের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ বক্তাদের সাথে সরাসরি কথোপকথনের সুযোগ পেয়েছিলেন। জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ৩০ জন অংশগ্রহণকারী ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন।

একইসাথে এই ওয়েবিনার সিএসজিজে-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকেও সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সফল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ওয়েবিনারটি সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর পরিচালক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয়।

নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সহযোগিতায়
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ উদ্যোগ

বঙ্গবন্ধুর পদচ্ছাপ

দূর-দূরান্তের জনপদে বঙ্গবন্ধুর আগমন ও আলোড়নের তথ্যভাণ্ডার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে **ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর পৌঁছেছে সেখানক**-ার প্রতিষ্ঠান প্রধান ও নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকান্ড প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। এই বিশ্বাস থেকেই জাতির জনকের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদেরকেই স্মরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের একটি হচ্ছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর পদচারণার বৃত্তান্ত তৈরি করা। ফরিদপুর, কুষ্টিয়ার বিভিন্ন ছাত্র সম্মেলন, সিলেটের গণভোটকে কেন্দ্র করে ছাত্র নেতা শেখ মুজিবের এই পরিক্রমন শুরু হয়। ৫৪ সালের নির্বাচন, ৬৪ সালের সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচার, ১৯৬৬ সালে ৬ দফার পক্ষে সারা দেশে জনসভা পথসভা অনুষ্ঠান, ৭০ সালে নির্বাচনী প্রচারণা ইত্যাদি নানা কর্মকান্ডের সুবাদে বঙ্গবন্ধু পৌঁছেছেন বহু স্থানে, রেখে গেছেন তাঁর পায়ের ছাপ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং নেটয়ার্ক শিক্ষকদের মাধ্যমে এই তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষকবৃন্দকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় বঙ্গবন্ধু কবে কখন কীভাবে গিয়েছিলেন, এই সফরকালে কোন ধরণের কর্মকাণ্ড তিনি করেছেন, কোথায় অবস্থান করেছেন, কোথায় ভাষণ দিয়েছেন, কারা তাকে দেখেছিলেন, তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এসকল তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করার অনুরোধ জানান হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহ কালে দিন তারিখ যাচাই করে নেবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি তথ্য দাতা ও তথ্য সংগ্রহকারীর নাম পরিচয় প্রদান করা এবং বঙ্গবন্ধুর সফরকালীন কোন ছবি অথ বা তৎকালীণ কোন লিফলেট, কাগজ দলিলপত্র কারো কাছে থাকলে সেটিও জাদুঘরের তথ্য ভান্ডারকে সম্বৃদ্ধ করবার জন্য পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন জাদুঘর স্থানীয় মানুষের স্মৃতি জানতে চাচ্ছে জাতির পিতার সম্পর্কে। যারা তাকে ঐ অঞ্চলে ভ্রমনকালে দেখেছেন। কোন গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্য অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ নয়। আমাদের লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হতো ভ্রমনের সময় সেটি জানা বা ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু, জনগনের নেতা বঙ্গবন্ধুকে জানা।

বঙ্গবন্ধুর পদছাপ তথ্য প্রেরিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা

১. এস বি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-পিরোজপুর
২. গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাই স্কুল,
৩. পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়,
৪. আলীনগর উচ্চবিদ্যালয়-চাঁপাইনবাবঞ্জ,
৫. বেতাগী গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজ-বরগুনা,
৬. লংলা আধুনিক ডিগ্রি কলেজ-কুলাউড়া মৌলভীবাজার,
৭. পাথরঘাটা কলেজ-বরগুণা,
৮. গৌরীপুর ইসলামাবাদ সিনিয়র মাদরাসা-ময়মনসিংহ,
৯. কুট্টাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
১০. বড়ুয়াহাট টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ-রংপুর,
১১. জে বি আই ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-ইছানীল-ঝালকাঠি,
১২. বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,
১৩. পলাশবাড়ি পিয়ারি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা
১৪. কালামুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী
১৫. প্রতাপগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর
১৬. ভুরুঙ্গামারী পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম
১৭. চর লরেন্স উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর
১৮. সাতানী আমীর উদ্দিন স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পটুয়াখালী
১৯. কমলাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর
২০. শিক্ষা অঙ্গণ উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
২১. হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার
২২. ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
২৩. পৌর কল্যাণ মিউনিসিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী
২৪. পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড়
২৫. নিজ মেহার মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, শাহরাস্তি, চাঁদপুর
২৬. মেহার ডিগ্রী কলেজ, শাহরাস্তি, চাঁদপুর
২৭. রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি
২৮. রাঙ্গামাটি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি
২৯. সৈয়দা হুছেনা আফজাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩০. অধ্যাপক মনোজ কুমার সেন (অবসর), জৈন্তাপুর, সিলেট (সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা)
৩১. নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর
৩২. মাটিডালী উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া
৩৩. রামু সরকারি কলেজ, রামু, কক্সবাজার
৩৪. উলিপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৩৫. উজিরপুর আলহাজ্ব বি এন ডিগ্রী কলেজ, উজিরপুর, বরিশাল
৩৬. দিনাজপুর সংগীত কলেজ, দিনাজপুর
৩৭. সাটুরিয়া এম এম উচ্চ বিদ্যালয়, রাজাপুর, ঝালকাঠি
৩৮. কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়, উখিয়া, কক্সবাজার
৩৯. হাজী মফিজ আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বিশ্বনাথ, সিলেট
৪০. সুখাতি উচ্চ বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
৪১. গৌরনদী কলেজ, গৌরনদী, বরিশাল
৪২. রাজশাহী ভোলানাথ বি বি হিন্দু একাডেমী, রাজশাহী
৪৩. ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, ডোমার, নীলফামারী
৪৪. নামোশংকরবাটি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৪৫. রুহুল আমিন তালুকদার, স্বরুপকাঠী, পিরোজপুর

এই অনুরোধপত্রটি ইতোমধ্যে নেটওয়ার্কভূক্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে সেই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকট যারা অতি দ্রুত এই তথ্য সংগ্রহ করে প্রেরণ করেছেন।

আপনাদের প্রেরিত তথ্য ও ছবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের অনুরোধপত্রের প্রেক্ষিতে এত সল্প সময়ে এত সাড়া পেয়ে অভিভূত। জাদদুঘর কর্তৃপক্ষ আশা করছে আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও তাদের নিজ নিজ এলাকার তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাবেন।

৭ অক্টোবর ২০২০ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তাদের ১ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর একটি দল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শন শেষে তারা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ-এর ভাষণের উপর আলোচনায় অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক পটভূমি ও গুরুত্ব এবং ওয়ার্ল্ড মেমোরিতে অন্তর্ভুক্তির মাহাত্ম তুলে ধরে ২ ঘণ্টা সময় ধরে বিশ্লেষণধর্মী দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের নানা প্রশের উত্তর দেন তিনি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৭ মার্চের আলোচনার মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com